দৈনিক
ইত্তেফাক

19 FEB 2012
তারিখ ... 19 FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ...

জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষানীতি করা হয়েছে

বই প্রকাশনা উৎসবে শিক্ষামন্ত্রী

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বর্তমানে জ্ঞান ও প্রযুক্তি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। যে দেশ ও জাতি এটা কাজে লাগাতে পারবে তারাই আগামী দিনে এগিয়ে যাবে। প্রচলিত শিক্ষার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে দিয়ে আধুনিক বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়। এ জন্যই নতুন শিক্ষানীতি করা হয়েছে। এটা কোন দলীয় নয়, জাতীয় শিক্ষানীতি। সকলের মতামত গ্রহণ ও ধারণ করে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে এই শিক্ষানীতি করা হয়েছে।

গত শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবনে একটি বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য আধুনিক যুগে তরুণ প্রজন্মকে বিশ্বমানের শিক্ষায় শিক্ষিত করা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষ করে তোলা, যার মাধ্যমে তারা নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ প্রজন্ম হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ড. হারুন-অর-রশিদ রচিত "বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন: বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা" শীর্ষক গ্রন্থটির প্রকাশনা অনুষ্ঠিত হয়। ডেইলি স্টারের সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী, জাতীয় অধ্যাপক সালাহউদ্দীন আহমেদ, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন এবং সমাজকর্ম ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক কবি মুহাম্মদ সামাদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এম. অহিদুজ্জামান।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর দেশ যখন সব ক্ষেত্রে শূন্যের কোঠায় বঙ্গবন্ধু তখন সেখান থেকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। স্বাধীনতার পর যে উন্নয়ন হয়েছে তা প্রো-পিপল হয়নি, জনগণের কল্যাণে হয়নি। যার জন্য সাধারণ মানুষ এই উন্নয়নের প্রতিফলন পায়নি। রাস্তায় দামি দামি গাড়ির কারণে চলা যায় না, বড় বড় ভবনের কারণে আকাশ দেখা যায় না। কিন্তু দেশের অর্ধেক মানুষ এখনও দরিদ্র ও নিরক্ষর। তিনি বলেন, মৌলিক কতগুলোর ভিত্তি বঙ্গবন্ধুর সময় রচিত হয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে, সংসদ, সংবিধান হয়েছে। তিনি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। এগুলোই পরবর্তীতে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। যুগে যুগে তাদের প্রেরণা যোগাবে। মন্ত্রী বলেন, এ দেশের স্বাধীনতার সাথে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ অবিচ্ছেদ্য। তাদের বাদ দিয়ে এই দেশ চিন্তা করা যায় না। তিনি বলেন, স্বাধীনতা অর্জন করা যতটা কঠিন তার চেয়ে বেশি কঠিন স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জন করা। যা আমরা ৪০ বছরেও পারিনি।

ড. এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, শেখ হাসিনা সকল ধর্মের সমান অধিকার দিয়েছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি করেছেন, নারীর ক্ষমতায়নের বাংলাদেশ আজ সারাবিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে। এটা শেখ হাসিনার অবদান। আর এজন্যই তিনি 'সাউথ সাউথ' পুরস্কার লাভ করেছেন। আর এবার ক্ষমতায় এসে তিনি সর্বজন স্বীকৃত একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছেন। ফলে একই ধারার বিজ্ঞানমুখী ও বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে। মুনতাসীর মামুন বলেন, সংগঠন ও রাজনীতিবিদ যদি শক্তিশালী হয় তাহলে তার সহযোগী সংগঠনগুলো শক্তিশালী হবে। এই সংগঠনের কর্মীদের বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।